ওয়ান ম্যান শো

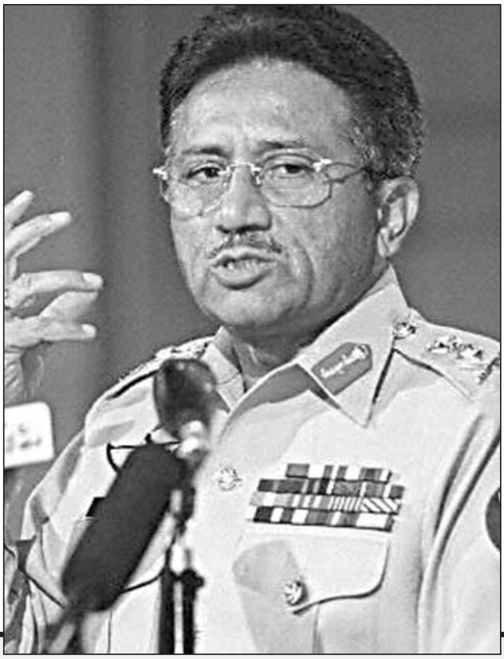

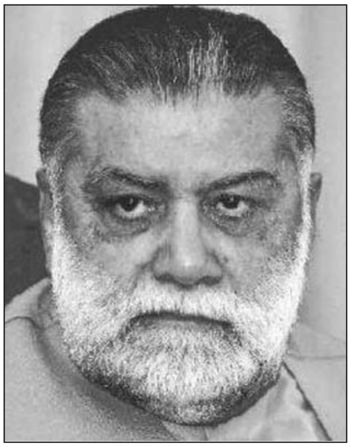

গুডবাই জামালি

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

দৈত্য-দানবকে এক সময় রূপকথার চরিত্র বলা হতো। দিন বদলেছে। দানবগুলো রূপকথা ছেড়ে বাস্তবে উঠে আসছে ক্রমশ। অবশ্য ভিন্নরূপে। আর এসব দানব তৈরি হচ্ছে মানুষের হাতে। আরো বিশেষভাবে বললে একটি শক্তিশালী দেশের হাতে।

দেশটির নাম যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েল, সাদ্দাম, তালেবানের মতো অসংখ্য 'দানবের' জন্ম দিয়েছে দেশটি। এই দানবের তালিকায় আরো একটি নাম সংযোজিত হতে যাচ্ছে। এই দানব জন্মের প্রত্যক্ষদর্শী আমরা। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ। যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমেই হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন এই 'দানব'।

মোশাররফ নামক এই দানবের সর্বশেষ শিকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান জামালি। ২০০২ সালের ২৩ নবেম্বর মোশাররফের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত অক্টোবর- নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন জামালি। ১৯ মাসের সরকারে মৃদুভাষী ও অমায়িক জামালিকে প্রেসিডেন্টের মন যুগিয়ে চলতে হয়েছে। কিন্তু গত ছয় সপ্তাহ যাবৎ প্রেসিডেন্টের

'আমি কারও কথায় ওঠাবসা করি না'

পারভেজ মোশাররফ

বৃটিশ দৈনিক সানডে টেলিগ্রাফকে দেয়া মোশাররফের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ...

প্রশ্ন : সম্প্রতি দুবার আপনার জীবননাশের চেষ্টা চলেছে। তৃতীয় কোনো প্রচেষ্টা সফল হবার আগেই আপনার উদ্যোগগুলো এগিয়ে নেয়ার জন্য কোনো উত্তরসূরি তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছেন?

উত্তর : না আমি রাজনৈতিক কোনো পদক্ষেপ নেইনি উত্তরসূরি তৈরির ব্যাপারে। দেশে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। প্রাদেশিক পরিষদগুলো কাজ করছে। সিনেট আছে। আমি না থাকলে অ্যাসেম্বলি নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। মাঝের সময়টুকুতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সিনেটের চেয়ারম্যান। নতুন প্রেসিডেন্ট খুঁজে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাস্থানে রয়েছে। আমি এখানে কোনো উত্তরসূরি ইস্যু দেখি না, এটা রাজতন্ত্র নয়, এটি সংসদীয় গণতন্ত্র।

প্রশ্ন : সামরিক উর্দি খুলে রাখা এবং সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের প্রতিশ্রুতি কি আপনি রাখবেন?

উত্তর : যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেব। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অংশ হিসেবে ১৭তম সংশোধনী পাস হয়েছে। আমি পাকিস্তানের সংবিধানের ১৭তম সংশোধনী মেনে চলবো। আমি পাকিস্তানের সংবিধান মেনে চলবো। সংবিধান মেনে এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় এনে আমি সিদ্ধান্ত নেব।

প্রশ্ন : জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতির কি হবে?

উত্তর : আমি প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর জনগণই চিঠিতে, টেলিফোনে এবং যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তারাই জানতে চেয়েছে কেন আমি এমন প্রতিশ্রুতি দিলাম। অসংখ্য মানুষ আমাকে চাপ দিচ্ছে পদত্যাগের প্রতিশ্রুতি না দেয়ার জন্য। প্রতিশ্রুতি দেয়ায় একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : সম্ভবত আগস্টে একটা সিদ্ধান্ত হতে পারে!

উত্তর : এ মূহূর্তে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে ডিসেম্বর নাগাদ অবশ্যই জানাব। আগস্ট আমার জন্ম মাস। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : সেনাপ্রধান হিসেবে পদত্যাগের পর আপনি কি আইয়ুব খানের মতো নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করবেন?

উত্তর : ফিল্ড মার্শালের পদ গ্রহণের কোনো ইচ্ছা আমার নেই। এর প্রতিক্রিয়া ভালো হবে না। আমি নিজের ঢোল নিজে বাজাতে চাই না।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়, সেনাপ্রধান হিসেবে পদত্যাগ না করলে পাকিস্তানের কমনওয়েলথ সদস্যপদ পুনরায় স্থগিত করা হতে পারে?

উত্তর : এমনটি ঘটলে দুঃখ পাব। কিন্তু আমি কোনো শর্ত মানতে রাজি না। পাকিস্তান কোনো শর্ত মানবে না। পাকিস্তান চলবে পাকিস্তানের কথায়, কমনওয়েলথের কথায় নয়। তারা যদি গণতন্ত্রের

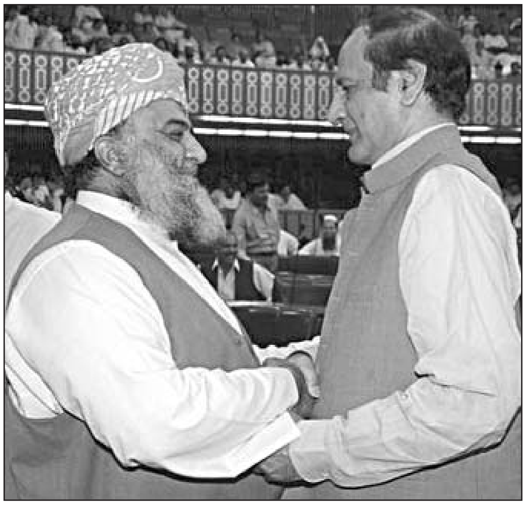

মওলানা ফজলুর রহমান অভিনন্দন জানাচ্ছেন সুজাত হুসেনকে

সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার পর সবাই নিশ্চিত ছিল জামালির বিদায় নিশ্চিত।

পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা হবার পর থেকে চাপ বাড়ে জামালির ওপর। কেননা মোশাররফ চাইছিলেন তার কট্টর সমালোচক মাওলানা রহমানের মুখ বন্ধ করার জন্য জামালিকে ব্যবহার করতে। সত্যি বলতে, গত ১৯ মাসে মোশাররফ জামালিকে স্বাধীনভাবে সরকার পরিচালনার সুযোগ দেননি। অন্যদিকে মোশাররফের সংস্কার নীতি নিয়েও জামালির দ্বিমত ছিল। জামালির পদত্যাগের বেশ কিছুদিন আগে থেকে মোশাররফ মন্ত্রিসভার সদস্য এবং এমপিদের সঙ্গে নিজেই বৈঠক করতে থাকলে বোঝা যায়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জামালির দিন ফুরিয়েছে।

জামালির বিদায়ের পর দুই ধাপে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ হবে। অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য জামালি মুসলিম লীগের প্রধান বর্ষীয়ান চৌধুরী সুজাত হুসেনকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেছেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বিদায়ী অর্থমন্ত্রী শওকত আজিজ। আজিজ ছিলেন নিউইয়র্কে সিটি ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ’৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর মোশাররফ পাকিস্তানের ভেঙেপড়া অর্থনীতি চাঙ্গা করতে তাকে দেশে নিয়ে আসেন।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সুজাত হুসেনের চেয়ে আজিজকে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বেশি পছন্দ। সুজাত হুসেনের এক ভাই পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। সুজাত নিজেও রাজনীতিতে পাকা। এ অবস্থায় তিনিও জামালির মতো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে জড়িয়ে পড়বেন। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আজিজের শিকড় ততোটা গভীর নয়। মোশাররফকে এখন ভবিষ্যৎ বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। কেননা ১৭তম সংশোধনী পাস হবার ফলে ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালের মধ্যে সেনাপ্রধানের পদ ছাড়তে মোশাররফ সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। নতুন সেনাপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী যুক্তি করে মোশাররফের গদি যেন উল্টে না দিতে পারে সে জন্য সরকার প্রধান পদে একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। তাহলে ২০০৭ সালের পর দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট হবার রাস্তাটাও সুগম হয়। সব দিক বিবেচনা করে মোশাররফ জামালিকে বদলে শওকত হোসেনকে সামনে নিয়ে আসছেন।

দানবের দিনলিপি

দানবের সৃষ্টিকর্তা যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই নিজের স্বার্থ দেখেছে। আর এ কারণেই জন্ম নিয়েছে, রূপান্তর ঘটেছে দানবের। মোশাররফের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রণয়ের পেছনে রয়েছে মূলত ‘গিভ এন্ড টেক’ পলিসি। তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে মধও দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতির জন্য ওয়াশিংটনের প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের স্ট্রাটেজিক সাপোর্ট। অন্যদিকে মোশাররফ এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সমর্থন যুগিয়ে নিজের গদি নিশ্চিত করেছেন। আফগানিস্তান পুরোপুরি কব্জায় এলে ওয়াশিংটনের কাছে ইসলামাবাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। ততদিকে মোশাররফ নিজেকে রাবণ হিসেবে

মর্মকথা বুঝতে না পারে, তাহলে তাদের উচিত পাকিস্তানকে একা থাকতে দেয়া।

প্রশ্ন : চার বছর আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো দুর্নীতি দমনে আপনি কতদূর সফল হয়েছেন?

উত্তর : ওপরের দিকের দুর্নীতি অনেকখানি থামাতে পেরেছি। আমাদের সবগুলো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যাংকগুলোতে লুটপাট, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি, জালিয়াতি চলতো, এটা থেমেছে। এটাই আমাদের বড় সাফল্য।

প্রশ্ন : আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্ট? সমালোচকরা তো আপনাকে পশ্চিমের পুতুল আখ্যা দিয়েছে।

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। দেশের কিছু লোক মনে করে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল হয়ে গেছি। এটা আদৌ সত্য নয়। যারা বুঝতে পারে তারা এ কথা বলে না। কিছু রাজনীতিবিদ আমাকে নামানোর জন্য এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করে। বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আমি কারও কথায় ওঠবস করি না।

প্রশ্ন : আপনি কি উপজাতি এলাকায় সরাসরি মার্কিন উপস্থিতির পক্ষে?

উত্তর : প্রথম দিকে তারা ছিলো, ভেবেছিলো আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবো না। কিন্তু এর অনুমতি দেয়া যায় না এবং আমরা তা দেইনি।

প্রশ্ন : কিন্তু রিপোর্ট আছে, পাকিস্তানি ভূখন্ডে মার্কিন যুদ্ধবিমান চক্কর দেয়।

উত্তর : এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তারা (বিরোধীরা) অহেতুক ইস্যু সৃষ্টি করে। যেহেতু সবাই জানে না সীমানা কোথায়, তাই কখনো কখনো নির্দোষ সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে। এগুলো ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন নয়। অনিচ্ছাকৃত।

প্রশ্ন : ভারত সরকারের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনায় আপনি কাশ্মীর ইস্যুতে নমনীয়তা দেখিয়েছেন। এ নমনীয়তার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : আমি ‘নমনীয়তা’ শব্দটি বেশ জোরালোভাবে ব্যবহার করেছি। তার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে এসেছি। আমরা এখনো মনে করি, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরে গণভোট দিতে হবে। যদিও আলোচনার টেবিলে আমি মনে করি দু’পক্ষেরই কিছু ছাড় দেয়া উচিত। পাকিস্তান, ভারত, কাশ্মীর জনগণ তিন পক্ষেরই।

প্রশ্ন : যদি ভারত সরকার বলে যে, তারা কাশ্মীরনীতিতে কোনো পরিবর্তন করবে না, তাহলে কি শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাবে? নাকি আপনি বিশ্বাস বৃদ্ধির পথে এগুবেন?

উত্তর : আমার ভয়, যদি কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি না হয় তবে বিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে না। পাকিস্তান আন্তরিক এবং সম্মানজনক পন্থায় সব সমস্যা সমাধানে রাজি। কিন্তু ভারত যদি মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যায় এবং সামনে এগুতে না চায়, তাহলে সবকিছুই থমকে যাবে।

প্রশ্ন : গত ফেব্রুয়ারিতে ড. এ কিউ খানের ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার পর তাকে গৃহবন্দি করা হয়। তার বর্তমান অবস্থা কি?

উত্তর : তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি গৃহবন্দি নন। তবে তিনি ইসলামাবাদের বাড়িতেই আছেন। নিজের নিরাপত্তাগত কারণে তিনি বাইরে চলাফেরা করেন না। তাকে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক বিতর্ক হয়েছে। বিতর্ক যেন আর না বাড়ে সেজন্য মিডিয়া থেকে তিনি দূরে থাকুন সেটাই আমরা চাই।

মোস্তফা রাশেদ

প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবেন।

বামে সুজাত হুসেন এবং ডানে উত্তরসুরী শওকত আজিজ

ইতিহাস সাক্ষী, যুক্তরাষ্ট্র নিজ হাতে সৃষ্ট দানবদের হত্যা করে প্রয়োজনমতো। যেমন করেছে তালেবান এবং সাদ্দামকে। সুতরাং মোশাররফকেও সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। চতুর মোশাররফ সে কথা জানেন। আর জানেন বলেই তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'ইঁদুর-বিড়াল' খেলায় মেতেছেন।

মোশাররফ পলাতক আল-কায়েদা নেতাদের ধরার ব্যাপারে যেমন যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করছেন, তেমনি অভিযোগ আছে, সাবেক তালেবান সদস্যদের সংঘবদ্ধ করছে পাকিস্তানের গোয়েন্দাবাহিনী। কাবুল সরকারকে অস্থিতিশীল রেখে ওয়াশিংটনকে বিব্রত অবস্থায় ফেলা এবং পাকিস্তানের সাহায্য কামনায় বাধ্য করার জন্য মোশাররফ এই বিপজ্জনক খেলা খেলছেন।

বলা হয়, দেশের ভেতরেও একই খেলা খেলছেন মোশাররফ। তার পূর্বসূরি জেনারেল জিয়াউল হক যিনি ১৯৭৭-৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি এই খেলার জনক। খেলার নিয়ম মোতাবেক মোশাররফ দেশের ইসলামী দলগুলোকে রাজনৈতিক মঞ্চে এনে দাঁড় করাচ্ছেন এবং তাদের অভিনয়ের সুযোগ দিচ্ছেন। অন্যদিকে, প্রকাশ্যে 'ইসলামী জঙ্গিবাদ' দমনের কথা বলে পশ্চিমকে বোঝাচ্ছেন, তার পদচ্যুতি মানেই দেশটি তালেবানের হাতে চলে যাওয়া। পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্রধর একমাত্র মুসলিম দেশ। ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে দেশটি পরমাণু প্রযুক্তি অন্তত তিনটি দেশে পাচার করেছে। পাকিস্তানের পরমাণু বোমার জনক আবদুল কাদের খানকে বলির পাঁঠা বানানো হলেও সবাই জানেন সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের যোগসাজশ ছাড়া কাদের খানের একার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। যে দেশে পরমাণু প্রযুক্তি এতো সহজলভ্য, সেখানে তালেবান গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের মানেটা সুস্পষ্ট। হুইস্কি আসক্ত এবং সেক্যুলার জীবনদর্শনে বিশ্বাসী মোশাররফকে তাই যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হটাতে চায় না।

পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারতকে মোশাররফ বুঝিয়ে দিয়েছেন কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে অতীতের যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের তুলনায় অনেক বেশি ছাড় দিতে তিনি প্রস্তুত। মোশাররফের নিজের ভাষায় তিনি যথেষ্ট 'নমনীয়' নীতি নিয়ে এগুচ্ছেন। মোশাররফ যদিও দাবি করেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু বলা যায়, দেশের জনগণের প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারের কমিটমেন্টের ঘাটতি আছে মোশাররফের। আর এ কারণেই কাশ্মীরপন্থী জঙ্গিদের জীবন নাশ প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে।

বিশ্লেষকদের মতে, এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ মোশাররফের ব্যাপারে একটা এসপার ওসপার ফয়সালা হতে পারে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ভিত্তি তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। গত পঞ্চাশ বছরে দেশটিতে ২০ জন প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে। এবারও জামালিকে বদলে ফেলতে যে দু'ধাপের ব্যবস্থা নেয়া হলো, তার ফলে দেশটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরো ঘোলাটে ও অস্থির হবে। পাশাপাশি দেশটির বিরোধী দল একজোট হচ্ছে। শক্তিশালী হচ্ছে ইসলামি দলগুলো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইসলামি দল ক্ষমতায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র মোশাররফকে আর কতোটা লাই দেবে বলা মুশকিল। কলিন পাওয়েল সম্প্রতি ইসলামাবাদে এসে বেশ একটা কড়া ধমক দিয়েছেন মোশাররফকে। ডিসেম্বর নাগাদ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব না ছাড়লে কমনওয়েলথ পুনরায় পাকিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত করতে পারে। আবার সেনা প্রধানের দায়িত্ব ছাড়লে দেশের রাজনীতিতে মোশাররফের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে। সেনাবাহিনী থেকে জন্ম নিতে পারে নতুন কোনো 'মোশাররফ'। তেমনটি ঘটলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্রই কলকাঠি নাড়ছে। অন্যদিকে, আল-কায়েদা ডেপুটি জাওয়াহিরি মোশাররফকে হত্যার হুমকি দিয়ে সেনাবাহিনীকে তার নির্দেশ অমান্যের আহ্বান জানিয়েছেন। তালেবানদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এতে যেকোনো সময় সাড়া দিতে পারে।

সব মিলিয়ে মোশাররফ এখন জ্বলন্ত কয়লার ওপর দাঁড়িয়ে। আশপাশে কেউ নেই। বরং এদিক ওদিক নড়লে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়ে যাবেন। মোশাররফের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া এ অবস্থায় কিছুই করার নেই।